যুগান্তর

25 MAY 2008

ভুলে ভরা ডিগ্রি পরীক্ষার প্রশ্ন

মুসতাক আহমদ

চলতি ২০০৭ সালের ডিগ্রি পরীক্ষায় সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন করা, এক সেশনের সিলেবাসের প্রশ্ন আরেক সেশনের করা, প্রশ্নপত্রে ভুল-সেশন উল্লেখসহ বিভিন্ন ধরনের ভুলভ্রান্তি অব্যাহত রয়েছে। ৩১ মার্চ শুরু হওয়া পরীক্ষায় এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রায় সব প্রশ্নপত্রে এ ধরনের ভুলভ্রান্তি রয়েই যাচ্ছে। সর্বশেষ শনিবার অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা বিষয়ের পরীক্ষায়ও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ২০০৬ সালের পরীক্ষায়ও এ ধরনের ভুল ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যেন এ ব্যাপারে মাথাব্যথা নেই। এ ধরনের ভুলের কারণে দেশের হাজার হাজার ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট শিক্ষার্থী উদ্বিগ্ন। তারা ফলাফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা করছেন। আর শিক্ষকরা বলেছেন, চলতি বছরের ডিগ্রি পরীক্ষার সার্বিক ফলাফলে ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কমে যাবে পাসের হার। পরপর দু'বছর পরীক্ষার প্রায় সব প্রশ্নপত্রে একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তিকে তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খামখেয়ালিপনা, গাফিলতি এবং ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, ভুলগুলোর ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে প্রশ্নপ্রণয়ন ও মডারেশনকারী শিক্ষকদের অবহেলা অনুমিত হয়। তিনি তদন্ত কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে বলেন, দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের জন্য পরীক্ষার্থীদের দায়ভার বহন করতে হবে না। চলতি বছরের ডিগ্রির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বর্ষের সর্বমোট সোয়া লাখ পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এদের সেশন হচ্ছে ২০০৩-২০০৪, ২০০৪-২০০৫ এবং ২০০৫-২০০৬। এর মধ্যে তৃতীয় বর্ষ (২০০৩-২০০৪) বা মূল ডিগ্রি পরীক্ষার্থী ৭০ হাজার। এ তিনটি ব্যাচ ছাড়াও ১৯৯৭-১৯৯৮ এবং ২০০১-২০০২ (তিন বছর মেয়াদি 'ডিগ্রির ভুলে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

ভুলে : ডিগ্রি পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথম ব্যাচের) সেশনের শিক্ষার্থীরাও পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে মূল ডিগ্রি পরীক্ষার্থীরা ১০০ নম্বরের ইংরেজি ও ঐচ্ছিক তিন বিষয়ের কেবলমাত্র চতুর্থপত্রসহ (৩শ' নম্বর) মোট ৪শ' নম্বরের পরীক্ষা দিচ্ছেন। আর দ্বিতীয়বর্ষের (২০০৪-২০০৫) পরীক্ষার্থীরা প্রতিটি ঐচ্ছিক বিষয়ের (৩টি) দ্বিতীয় ও তৃতীয়পত্রের মোট ৬শ' এবং প্রথমবর্ষের (২০০৫-২০০৬) শিক্ষার্থীরা ১০০ নম্বরের বাংলা ও তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়ের কেবল প্রথমপত্র বা মোট ৪শ' নম্বরের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। সে অনুযায়ী গত ১৫ এপ্রিল প্রথমবর্ষ, ১৫ মে দ্বিতীয়বর্ষের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বর্তমানে মূল ডিগ্রি পরীক্ষা চলছে।

১৭ মে অনুষ্ঠিত হয় মূল ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি (আবশ্যিক) পরীক্ষা। কিন্তু প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে ওইদিন শিক্ষার্থীরা হতবাক। ১৯৯৭-১৯৯৮ এবং ২০০৩-২০০৪ সালের পাশাপাশি ২০০৪-২০০৫ সালের সিলেবাস থেকেও প্রশ্ন এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ২০০৪-২০০৫ (যারা এখন দ্বিতীয়বর্ষে) সেশনের সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী বছর। পরের বছরের পরীক্ষার অগ্রিম প্রশ্ন দেখে হলেই পরীক্ষার্থীদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। প্রশ্নপত্রে মানবণ্টন নিয়ে সৃষ্টি হয় আরেক ঘাপলা। বর্তমানে যারা ডিগ্রি পরীক্ষা দিচ্ছেন, তাদের ইংরেজি বিষয়ের মানবণ্টন ইতিমধ্যে দু'বার (২০০৪ ও ২০০৬ সালে) পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংরেজি প্রশ্নপত্রের 'রিডিং এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং'র ওপর ২০ নম্বরের আর 'ডেভেলপিং ভোকাবুলারি'র ওপর ১০ নম্বরের প্রশ্ন থাকার কথা। আগের সিদ্ধান্ত ছিল— 'রিডিং এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং'র ওপর ২৫ নম্বর আর 'ডেভেলপিং ভোকাবুলারি'র ওপর ৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। কিন্তু প্রশ্নে এ আগের সিদ্ধান্তের প্রতিফলন দেখা যায়। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েন। কবি নজরুল কলেজের পরীক্ষার্থী সৈয়দা লুৎফে সালসাবিল বন্যা বলেন, সর্বশেষ সিলেবাস অনুযায়ী তিনি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে আসেন। কিন্তু আগের পদ্ধতিতে মানবণ্টন দেখে হতবাক হয়েছেন। আর নাম প্রকাশ না করে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর কলেজের এক শিক্ষক বলেন, 'যদি আগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশ্ন করা হবে, তবে ২ বছর পর নির্দেশনা দেয়ার কি দরকার ছিল।' ঢাকার কবি নজরুল কলেজের এক ইংরেজির শিক্ষক বলেন, এ সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীরা ইংরেজির মতো বিষয়ে ৫-১০ নম্বর কম পেতে পারে। আর এর ফলে পরীক্ষার গোটা ফলাফল বা পাসের হারে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

জানা গেছে, মূল ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের শনিবার ছিল ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা। এর আগে ২১ মে ছিল সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম (সমাজকল্যাণ) বিষয়ের পরীক্ষা। এ তিনটিসহ পদার্থ বিজ্ঞানের প্রশ্নে কোন সেশনের কথা উল্লেখই নেই। আর প্রশ্নের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তা ২০০৪-২০০৫ সেশনের সিলেবাসের। অথচ এ সিলেবাসের পরীক্ষা হবে আগামী বছর।

এর আগে ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের তৃতীয়পত্রের (বাংলার ইতিহাস, ১৭৫৭ পর্যন্ত) পরীক্ষায় সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন করা হয়েছে। ওই পত্রে 'ফরায়জী আন্দোলন' সম্পর্কে ২০ নম্বরের প্রশ্ন এসেছে। অথচ ফরায়জী আন্দোলনের নায়ক হাজী শরীয়তুল্লাহর জন্মই ১৭৮১ সালে।

বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, গত বছরের ডিগ্রি পরীক্ষার ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, হিসাব বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা ও ভূগোলসহ অন্যান্য বিষয়ের দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রেও সেশন উল্লেখ ছিল না।